Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

৪৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ২১শে বৈশাখ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 4th May, 1960 | ৪৯শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগীদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

হাতে দই, পাতে দই, তবু বলে কই কই!

—.—

সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অনেক মিথ্যাবাদী নিজের অপকর্ম্ম অস্বীকার করে, সেই সব লোকের জন্য উপরোক্ত প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

স্বাধীন ভারতে এইরূপ বহু বেতনভোগী রাজপুরুষ দেখা যায়। তাঁহারা যে কার্য্য সাধন করার জন্য এই গরীব দেশের কাঁড়ি টাকা উদরসাৎ করিয়া নিজেদের বিশাল বপু আরও বিশাল করিতেছেন, তাঁদের দোষ ঢাকিবার এবং নিজেদের প্রিয় কর্ম্মচারীদের অপরাধ ঢাকিবার চেষ্টা করেন! ইঁহাদের মধ্যে স্বাধীনতা পাওয়ার পর প্রায় চৌদ্দ বৎসরই এই মিথ্যা দিয়া সত্য ঢাকিয়া নিজেদের নিমকহারামি চালাইয়া সাধু সাজিয়া সম্মান উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। দেশের বেতনভোগী দুর্নীতিপরায়ণ লোকদিগের কথা দরবারে কেহ বলিলেই তাহা উড়াইয়া দিবার ফন্দীতে বলিয়া থাকেন—দুর্নীতি! দুর্নীতি!! কথাটা যেন এক ফ্যাসান্ হইয়া উঠিয়াছে। আজ এই সব সয়তান রাজকর্ম্মচারীর মুখের মত জুতসই সংবাদ পি, টি, আই, কাগজে কাগজে সরবরাহ করিয়াছেন। আমরা তাহার অবিকল নকল নিম্নে প্রদান করিলাম—

৯৯ জন সরকারী কর্ম্মচারী সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্ত

উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা ইত্যাদি নানারূপ দুর্নীতির অভিযোগ

নয়াদিল্লী, ১লা মে ভারত সরকারের স্পেশাল পুলিস বিভাগ গত মার্চ্চ মাসে প্রকাশ্য তদন্তের জন্য যে ১০৩টি মামলা হাতে লইয়াছেন তাহাতে ১৯ জন গেজেটেড অফিসার সহ ৯৯ জন সরকারী কর্ম্মচারী জড়িত আছেন বলিয়া এখানে প্রচারিত এক সরকারী বিবৃতিতে জানান হইয়াছে। গেজেটেড অফিসারগণ দেশরক্ষা দপ্তর, রেলওয়ে ও সি পি ডব্লউ ডি প্রত্যেকটি দপ্তর হইতে ৪ জন করিয়া ভিলাই ইস্পাৎ পারকল্পনার ৫ জন এবং পূর্ত্ত, গৃহ নির্ম্মাণ সরবরাহ প্রভৃতি প্রত্যেক দপ্তর হইতে ১ জন করিয়া এই মামলার সঙ্গে জড়িত আছেন। ঘুস লইবার সময় ৩ জন রেল কর্ম্মচারী হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছেন।

বর্ত্তমান মাসে ২১টি মামলা সম্পর্কে তদন্ত শেষ করিয়া মামলা রুজু করা হয়। ঘুস লওয়া, অসদাচরণ, প্রতারণা ইত্যাদির অভিযোগে আসামীদিগকে অভিযুক্ত করা হয়। একটি মামলায় জনৈক খনি সংক্রান্ত অর্থনাতিবিদ ১৪ হাজার টাকা ঘুস লওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হন। অপর একটি জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর, একজন সেক্রেটারী ও অপর ৬ জনকে কোম্পানীর ৩৫ লক্ষ টাকা সম্পর্কে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। দুইটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানে ৫ জন ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে হাল দলিলের সাহায্যে ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের লাইসেন্স বাহির করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ৭ জন গেজেটেড অফিসার এবং ৫০ জন সরকারী কর্ম্মচারী সম্পর্কে ৪৭টি ঘটনা বিভাগীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে জানান হইয়াছে। ৯ জন সরকারী কর্ম্মচারীকে অর্থদণ্ড সহ ৪ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ৩ জন গেজেটেড অফিসার সহ ২৯ জন কর্ম্মচারীকে বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ৭ জনকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়, কয়েকজনের বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়।

—পি, টি, আই

এক ঝিঁকেতে মাছ বিঁধে না
সেইবা কেমন বঁড়সী,
এক ডাকেতে সাড় দেয় না
সেই বা কেমন পড়শী!

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের আবেদন

লণ্ডন, ১লা মে রাত্রে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের আবেদন জানান। লণ্ডনের রয়াল আলবার্ট হলে বৃটেনস্থিত ছয় শত পাকিস্তানীর সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য তাহার চতুর্দ্দিকে শান্তি প্রয়োজন। আমাদের প্রতিবেশীদের সহিত শান্তি রক্ষা করিয়া আমরা তাহা করিতে পারি। ভারতের সহিত আমাদের সম্পর্ক ভাল নয় এবং আফগানিস্থানের সহিত ও তাহাদের সম্পর্ক ভাল নয়। আমরা তাহাদের সহিত সম্মানজনক সর্ত্তে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমরা মনে করি, তাহাতে আমাদের উভয় পক্ষের ভাল হইবে। তিনি বলেন ভারতের সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচনায় অগ্রগতি হইয়াছে কিন্তু কাশ্মীর প্রশ্নে আলোচনায় বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতীয় নেতাগণ এই ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাইতেছেন না বলিয়াই আগাইয়া যাওয়া যাইতেছে না। তিনি বলেন উভয় দেশের মধ্যে এই ধরণের ক্ষত বিদ্যমান থাকা বিপজ্জনক, ইহা উপমহাদেশে বিপর্য্যয় আনিতে পারে। তিনি বলেন রণনীতি ও ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তিনি উত্তরদিক হইতে ভারত মহাসাগরের দিকে অভিযানের অনমনীয় চাপ লক্ষ্য করিতেছেন। (প্রেসিডেন্ট কোন দেশের কথা বলিতে চাহিতেছেন তাহার নাম করেন নাই। তিনি বলেন আমরা ভারত ও পাকিস্তান) যদি আমাদের সমস্যার মীমাংসা করি এবং দুই দেশের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ নিবারণ করিয়া বাহিরের সমস্যার সম্মুখীন হই; তবে আমরা উপমহাদেশকে রক্ষা করিতে পারিব বলিয়া মনে করি। তিনি বলেন যখনই উপমহাদেশ বিভক্ত হইয়াছে, তখনই বাহির হইতে আক্রমণ ঘটিয়াছে। সম্পর্ক উন্নয়নের আশা প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন ভারত ও পাকিস্তান যদি সৎ বন্ধুরূপে বাস করিতে না পারে অন্ততঃ সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। আমরা তাহাই করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ব'নেদী হারামজাদা

বাবুদের ঘরে ক'পুরুষ ধ'রে
চাকরি খাটিয়া খাই।
খোরাক পোশাক দু'টাকা মাইনে
প্রতি মাসে আমি পাই।
থালা-বাটি মাজি তামাকুও সাজি
ঘরদোর দিই ঝাঁট,
বাট্‌নাও বাটি বিচালিও কাটি
বহে আনি ঘুঁটে কাঠ।
জল তুলে আনি, পাখাটাও টানি
সাফ করি আলো বাতি,
কোন কাজে হ'লে একটু কসুর
খাই চড় জুতো লাথি।
কাপড় কোঁচাই এঁটোও ঘুচাই
বাবুরে মাখাই তেল,
পেলে কোন দোষ বাবু করি রোষ
বলেন—খাটাবো জেল।
মুনিব আমারে দিয়েছে উপাধি
ছুঁচো, পাজি, বোকা, গাধা,
নন্‌সেন্স ড্যাম ষ্টুপিড্, ফুলিশ
শুয়ার হারামজাদা।
বাবু চেয়ে বাবু গিন্নি ঠাকুরাণী
নাকের ডগায় রাগ,
খোকার ন্যাকড়া দেরিতে কাচিলে
বলেন—হিঁয়াসে ভাগ।
বিধির বিপাকে বাবুর গৃহিণী
ব্যারামে পড়িল খুব,
মলমূত্র তার করি পরিষ্কার
দু'বেলা দিয়েছি ডুব।
জল ঘেঁটে ঘেঁটে দিনরাত খেটে
নিমোনিয়া হলো মোর।
বলিলেন বাবু— যা চলিয়া বাড়ি
প্রাণে আশা নাই তোর।
ইস্কুলের ছেলে জনকত মিলে
বাড়ি নিয়ে গেল ধ'রে,
তারা চাঁদা ক'রে দেখায়ে ডাক্তার
এ যাত্রা বাঁচালো মোরে।
ছিল দু'মাসের বেতন পাওনা।—
কায়ক্লেশে হাঁটি হাঁটি,
বেতনের টাকা চারিটি চাহিনু
আসিয়া প্রভুর বাটী।
বাবুজি আমায় বলিল—কামাই
বাদ দিয়া যাহা পাস,
দিন দুই পরে কষিয়া হিসাব
মিটাইয়া নিয়ে যাস্।
বলিনু—ব্যারামে করেছি কামাই
আর করিব না কভু,
অন্য মাসে খেটে শোধ দিব সেটা
এ মাসে কেট না প্রভু!
চারিটি টাকার বড় দরকার
পড়েছি বড় অভাবে,
এখন কাটিলে পরিবার ছেলে
না খেয়ে যে মারা যাবে।
বলিল মনিব— কেমনে খাটিবি
হাড় কয়খানি সার;
অন্য লোক আমি করেছি বাহাল,
তোরে না রাখিব আর।
এ হেন দয়াল মনিবের কাছে
এতদিন খাকি বাঁধা—
অনিচ্ছায় আজ হইল খালাস
ব'নেদী হারামজাদা।

পল্লী অঞ্চলে রক্ষী বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা

এখন হইতে রক্ষী বাহিনী সংস্থার সহরাঞ্চল ও পল্লী অঞ্চলের জন্য দুইটি শাখা থাকিবে। রক্ষী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনাটি পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারিত করা এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে উহা গঠনের জন্য রাজ্য সরকারগণকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বন্যা, মড়ক, আগুন, ভূমিকম্প প্রভৃতি জরুরী অব্যবস্থায় সরকারকে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে স্বেচ্ছাসেবী রক্ষীবাহিনী সংস্থা গঠন করা হইতেছে। গত বৎসর ৩০শে জুন পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত রক্ষীবাহিনী ও আনুষঙ্গিক বাহিনীতে রক্ষীর সংখ্যা ছিল ৩২,০০৬।

—প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

রঘুনাথগঞ্জ বাজার

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে কে কী পরিমাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন তাহা লেখনী-প্রকাশ অপেক্ষা স্ব স্ব উপলব্ধি অনেক বেশী কার্য্যকরী। নিষ্করুণ আকাশ; বৈশাখ শেষ হইতেছে, কোথায় কালবৈশাখী? কবি বলিয়াছেন—'নববর্ষের পুণ্য বাসরে কালবৈশাখী আসে'—কিন্তু আমরা ইহার প্রমাণ পাইতেছি না। যাহা হউক নূতন উপদ্রবের কথা বলি। একে ত আমাদের প্রচুর ফসল সরকারী খতিয়ানে প্রত্যেকবারই হয়; খাদ্যশস্যের বর্ত্তমান দর তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং সরকারী পরিসংখ্যানের উপযুক্ত সমর্থক। আবার আনাজ-পত্র যাহার দ্বারা দেশে শতকরা ৮০ জন অর্দ্ধেক উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে তাহাও বাজারে মিলে না। বাজারে থলি হাতে গলদঘর্ম হইতে হয়—'কি কিনি?' যাহা থাকে তাহাতে হাত দেওয়া যায় না চোখ দেওয়া ছাড়া। যে লিচু জঙ্গিপুরের গর্ব, তাহার অকালপক্কতা এবং অসহনীয় অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। আমের কথা ভাবুন। বেঁচে থাকাই অভিশাপ!

পল্লীর জলকষ্ট

রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গিরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে ভীষণ জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক বিশ্বনাথপুর চরের নিকটবর্ত্তী পদ্মার সহিত ভাগীরথীর যোগাযোগের জন্য খাল কাটা হইয়াছে। তার ফলে ভাগীরথীর জল পদ্মায় না মিশিয়া গিয়া গ্রামাঞ্চলের জলকষ্টের অবধি নাই। ভাগীরথীতে যে জল আছে তাহা ব্যবহারের অযোগ্য। ফরাক্কা ব্যারেজের উপযোগিতা কি এখনও অনুভূত হয় নাই? তবে কি ভাগীরথীর এই অযোগ্য, দূষিত জল ব্যবহার করিয়া লক্ষ লক্ষ দেশবাসী সাদরে মৃত্যুবরণ করিবে?

যক্ষ্মা আরোগ্যাত্তর উপনিবেশের জন্য দশ লক্ষাধিক টাকা অনুদান

মেদনীপুর জেলার ডিগরিস্থিত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় স্মৃতি যক্ষ্মা আরোগ্যত্তর উপনিবেশ সমিতিকে উহার ব্লকের দ্বিতীয় ইউনিট নির্ম্মাণের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার দশ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-13

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫৭১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।